তারিখ ... 21/8/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 7 ... ...

ডিগ্রীর মূল্য

আমি ১৯৭৪ সালের বিএ (পাস কোর্স) পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। তদানীন্তন পাকিস্তান শাসনামলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই দুটিতেও কোন বিভাগ অর্জন করতে পারিনি। সুতরাং বিএ পাস করার পর গত তিন বছর ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পূর্বভাগে ভর্তি হতে পারিনি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কোন ছাত্রকে এমএ পূর্বভাগে ভর্তি হতে হলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিএ এই তিনটি পরীক্ষার মধ্যে যেকোন একটিতে তার দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে এবং যে বিষয়ে এমএ তে ভর্তি হবে সে বিষয়ে ৪০% নম্বর থাকতে হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে ৪৪% বা ৪৫% নম্বর পেয়েও আমি এমএ পূর্বভাগে ভর্তি হতে পারিনি তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আমি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হিসাবেও এমএ পরীক্ষা দিতে পারব না। কারণ এমএ পূর্বভাগে ভর্তির ব্যাপারে যেসব শর্ত রয়েছে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারেও সেই একই শর্তাবলী রয়েছে। এর অর্থ হলো আমরা যারা ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি (ভুল মেধার অথবা ভাগ্যের দোষেই হোক) তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নেই।

বিদেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুবই নগণ্য। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। অথচ আমাদের মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেটধারীদের আরও উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ রোধ করে দেয়া হয়েছে। বিদেশে একটি ছেলে বিএ পাস করার পর লেখাপড়ায় প্রাথমিক গন্ডি পার হয়ে প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই প্রাথমিক গন্ডি পার হওয়ার পরই আমাদের লেখাপড়া শেষ করে দিতে হচ্ছে।

যদি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী নিয়ে আমি এম এ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারি বা কোন কম্পিটেটিভ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেটটির মূল্য কোথায়? তাছাড়া আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করে যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই এমএতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য না হই, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন সেই সার্টিফিকেটের মূল্য যদি নিজেই না দেন, তবে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা সংস্থা চাকরির বেলায় কি আমার এই সার্টিফিকেটটির কোন মূল্য দেবে? এই আন্তর্জাতিক ডিগ্রী কি আমার মতো ভুক্তভোগী আরও শত শত ছেলের জীবনে অর্থহীন প্রমাণিত হচ্ছে না?

আমার মতো বহু গ্র্যাজুয়েট আছেন যারা তিনটি পরীক্ষাতেই তৃতীয় বিভাগ পেয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের পক্ষ থেকে আমি শিক্ষা বিভাগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন করছি যেন আমাদের নিজেদের এবং এই অনুন্নত দেশের উন্নয়নের সাথে আমাদের অর্ধ শিক্ষিত করে না রেখে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলে এমএতেও রেজাল্ট খারাপ হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, আমাদের এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেটটিকে অর্থহীন হতে না দিয়ে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হোক এবং এই সাথে আমাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করা হোক।

শহীদুল হক
রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী